দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চার পদ্ধতিগত পরিবর্তন দরকার

"শিক্ষাঙ্গন" এবং "সন্ত্রাস", যে কেউ অবলীলাক্রমে স্বীকার করবেন যে, এ শব্দ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'মেরুর। কারণ শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে সন্ত্রাসের সম্পর্ক থাকার কথা নয়। 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' এই শব্দ দু'টোর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে আমাদের দেশে। "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস" স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে কেমন যেন অবিশ্বাস্য কথা। পত্রিকার শিরোনাম হিসেবে এটি প্রায় প্রতিদিনকার তাজা খবর। বর্তমানে এর ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করে দেশের সচেতন মহল শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে মনে হবে এটি বুঝি ছাত্রদের জন্য একাডেমিকভাবে স্বীকৃত কোনো কর্ম। তা না হ'লে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটবে কেন? এ প্রশ্ন আজ অনেকের।

মোটামুটি একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্ম, আর তা হচ্ছে "রাজনীতি", অর্থাৎ রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের একটা অংশকে সন্ত্রাস করতে হচ্ছে। এ কেমন ধরনের রাজনীতি যা অস্ত্রের মাধ্যমে চর্চা করতে হয়? সন্ত্রাসের কারণগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে, ছাত্র রাজনীতি মূলত এখন আর ছাত্রদের হাতে নেই। এটি নিয়ন্ত্রণ করছে মূল রাজনৈতিক দলগুলো। ছাত্র-সংগঠনগুলো ছাত্র রাজনীতির নামে মূল সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এভাবেই প্রতিনিধিত্বের নামে চলছে আধিপত্য বিস্তার বা সন্ত্রাস। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যেসব রাজনৈতিক দল নিত্য দেশের মানুষের সামনে দেশের উন্নয়নের কথা বলে, মঙ্গলের কথা বলে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন তারাই আবার পরোক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তথা ক্যাম্পাসের মাঝে সন্ত্রাস জিইয়ে রাখছেন। অনেকটা গাছের আগা কেটে গোড়ায় পানি ঢালার মতো। এটি দেশের জন্য শুভ সংবাদ নয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছর নতুন ছাত্র ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছাত্র সংগঠন তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য ক্যাডার নিয়োগ করে থাকে, যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে অনেকদিন থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় কেন? হ্যাঁ, যে কোনো সময় যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছরই কিছু কিছু ক্যাডার পরলোকগমন করে। কিছু আবার অবসর গ্রহণ করে। ছাত্রদের জন্য শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? প্রসঙ্গত বলতে হয়, বর্তমান বিশ্বে প্রায় সর্বদিক থেকে উন্নত বিশ্বের পরাশক্তিগুলো যখন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন কি-না একটি উন্নয়নশীল দেশের ছাত্র সংগঠন ধারাবাহিকভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে আসছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অছাত্রের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্ররাও যোগ দিচ্ছে, কারণ এটি একটি লোভনীয় পদ যাতে না আছে টাকার অভাব, না আছে ক্ষমতার অভাব। টাকা এবং ক্ষমতা এ দুয়ের ওপর নির্ভর করেই সন্ত্রাস জিইয়ে আছে ক্যাম্পাসে।

একজন ছাত্রের রাজনীতি সচেতন হওয়া অন্যায় কিছু নয়। রাজনীতি চর্চা করাটাই ছাত্রদের স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একজন ছাত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক দল তথা সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে কেন ? অবশ্য সম্পর্ক আছে বলেই হয়তো সন্ত্রাস বেঁচে আছে। এখানে বলা হতে পারে, ছাত্রদের ছাড়া জাতীয় আন্দোলনে সফল হওয়া যায় না। ভালো কথা, ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ছাত্ররা মত প্রকাশ করবে, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনি অস্বাভাবিক মনে হয়, যখন জাতীয় আন্দোলন সফলকারী ছাত্ররা দলীয় স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়।

সন্ত্রাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির ক্ষতির পরিসংখ্যান আলোচনা করলে আমরা দেখবো যে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের প্রায় এক লক্ষ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। কাছের দেশ ভারতেই রয়েছে এর অধিকাংশ। এতে ক্ষতি হচ্ছে দেশ। এ দেশের ছাত্ররা বাইরে পড়তে যাবার কারণে মুদ্রা পাচার হয়ে যাচ্ছে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ভারতে আমাদের দেশের যেসব ছাত্র পড়াশোনা করছে তাদের বার্ষিক খরচ ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা অর্থাৎ ভারতে অধ্যায়নরত ৪০ হাজার ছাত্রের জন্য বছরে ২ শত কোটি টাকার অধিক ব্যয় হচ্ছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর জনপ্রতি ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে খরচ হয় ৪ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। এভাবেই পাচার হচ্ছে এ দেশীয় তরুণদের মেধা। ভবিষ্যতে এদের অধিকাংশই আর দেশে ফিরে আসতে চায় না। যার ফলে মেধাবী ছাত্রের অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ।

আমরা মনে করি, এ মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই রাজনৈতিক দল আছে এবং সবাই রাজনীতি চর্চা করে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চা করা হয় কেন তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। যদি সবাই রাজনীতি করে থাকেন দেশের জন্য, উন্নয়নের জন্য, মঙ্গলের জন্য, তাহলে জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছানো সম্ভব হয় না কেন? আর কতকাল দরিদ্র, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রের নাম করে ঠকানো হবে ?

এখন তাই আত্মশুদ্ধি দরকার এবং সেটা দরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। সাথে সাথে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চার পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। যা নির্ধারণ করবে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো। কেননা শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চা ছাত্রদের অধিকার হলেও নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই। তাই আমরা দেখি ক্যাম্পাসে কোনো বড় ধরনের অঘটন ঘটলে সরাসরি হস্তক্ষেপ আসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে। কেউ তাদের সংগঠনের কর্মতৎপরতা বন্ধ করেন সাময়িকের জন্য, কেউ আবার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন নেতৃত্বের। অর্থাৎ স্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ। যারা এতটুকু করতে পারেন তারা নিশ্চয়ই সন্ত্রাসও নির্মূল করতে পারেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর। এ ক্ষেত্রে আন্তরিকতার প্রয়োজন হবে সবচাইতে বেশি। যা কি-না সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের চাইতেও বেশি কাজ করবে।

মিজানুর রহমান
*অর্থনীতি বিভাগ,
২১৩, জিয়া হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*